# ‘আমি টনিক জাতীয় পার্টির নেতারা আমাকে দেখলে সতেজ হয়ে ওঠে’

## বিদিশা এরশাদ

বারিধারার দূতাবাস রোডে প্রেসিডেন্ট পার্ক অ্যাপার্টমেন্ট। ছেলে এরিককে নিয়ে বিদিশা এরশাদ এখানেই থাকেন। গত ৩ মার্চ বেলা ১২টায় বাসার কলিং বেল টিপতেই বিদিশা এগিয়ে এলেন। সুসজ্জিত ড্রইংরুমে বসতে বললেন। কিছু সময় পর এলেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। আলাপচারিতায় তিনি জানালেন জাতীয় পার্টির বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে। বিদিশা এরশাদ পরিবার ও রাজনীতি নিয়ে খোলামেলা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **জয়ন্ত আচার্য**

**সাপ্তাহিক ২০০০ : পরিবার ও রাজনীতি নিয়ে আপনি কেমন আছেন?**

**বিদিশা এরশাদ** : দেশে এখন অস্থিরতা বিরাজ করছে। আমাদের পার্টিতে এমনই অবস্থা। আমাকে দমানোর, থামানোর চেষ্টা হচ্ছে। এখন আমি আলোচনা-সমালোচনা দুয়ের মধ্যে আছি। আমাদের পার্টির একটি গ্রুপ ইয়াং জেনারেশনকে কাজ করতে দেয় না। আমরা ইয়াং জেনারেশন তো অনেক সংগঠিতভাবে কাজ করার চেষ্টা করি। আমরা ইয়াংরা দেখতে পাচ্ছি জাতীয় পার্টির ভবিষ্যতে একটা সম্ভাবনা রয়েছে। আমরা জাতীয় পার্টিকে চেয়ারম্যান এরশাদের সহযোগিতায় সুসংগঠিত করতে চেয়েছি। জাতীয় পার্টির বার্তাকে আমি দেশের মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করি। আসলে এসব করতে করতেই আমি পলিটিক্সে জড়িয়ে পড়েছি। আমি নিজস্ব একটি চিন্তাধারা নিয়ে কাজ করি। আমি মনে করি রাজনীতি হলো সবার সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করা। তবে আমার আদর্শের সঙ্গে কখনোই কম্প্রোমাইজ করি না। তাহলে তো আমার নিজের বলে কিছুই থাকে না। আসলে রাজনীতি বলতে আমি এখানে যা দেখি তা হলো বাটারিং করা ওয়েলিং করা, সুন্দর সুন্দর মিথ্যা বানিয়ে বলা। এসব করে অনেকে ফায়দা লুটে নেয়। প্রটোকল অনুযায়ী আমরা যারা উপরে আছি তাদের কাছে রং ইনফরমেশন আসে। এর মধ্যে মাঠের নেতাদের সঙ্গে দূরত্ব তৈরি হয়। এ কারণে রাজনীতির ভন্ডামি আমি পরিহার করতে চাই। আমি মানচিত্র উদ্বোধন করছি গত অক্টোবর মাসে। এখান থেকে জাতীয় পার্টির সব কার্যক্রম মনিটরিং করা হয়। আগামী নির্বাচনে পার্টির কোথায়, কেমন অবস্থা তাও এখানে মনিটরিং হয়।

আমাকে দমিয়ে রাখার জন্য নানা চেষ্টা চলছে। আমি যেন সাপ লুডু খেলছি। একবার উপরে উঠছি, আবার নেমে যাচ্ছি। আমার জাতীয় পার্টিতে উপস্থিতি অনেকের জন্য ভীতি সৃষ্টি করে। তারা পদ হারানোর ভয় পায়। আমি টনিক। আমরা উপস্থিতিতে তারা সতেজ হয়ে ওঠে। নড়েচড়ে বসেন।

**২০০০ : আপনি যে বললেন, আপনাকে দমানো বা থামানোর চেষ্টা হচ্ছে। আসলে কারা আপনাকে দমাতে চায়?**

**বিদিশা** : আমি পার্টির ইয়াং জেনারেশনের প্রতিনিধিত্ব করি। আমি উঠে আসলে অনেকে পদ হারানোর ভয় পান। অথচ তাদের অনেকের পজিশন তো আমিই দিয়েছি। আমি বলি, মহাসচিবই আমাকে দমাতে চায়। অথচ আমার সমর্থন নিয়েই তো উনি মহাসচিব হয়েছিলেন। আজ আমার বিরুদ্ধে কাজ করে যাচ্ছেন। বড় ম্যাডাম রওশন এরশাদের পক্ষ হয়ে।

**২০০০ : তাহলে রওশন এরশাদকে কি**

**আপনি প্রতিপক্ষ মনে করছেন?**

**বিদিশা :** আসলে তা নয়। তিনি তো আমাদের পার্টিরই অংশ। উনি একজন সংসদ সদস্য। মহাসচিব রুহুল আমিন হাওলাদার বোঝাতে চান, বড় ম্যাডাম যেখান থাকবেন সেখানে আমার থাকা উচিত নয়। এ আপত্তি তো আমার কাছ থেকে আসা উচিত। আমি তো এরশাদ সাহেবের লাইফ পার্টনার। মহাসচিব তো পলিটিক্যাল পার্টনার। সবাইকে গ্রহণ করে কাজ করার মানসিকতা আমার আছে। হয়ে যাবে। পার্টির মধ্যে আমাকে নিয়ে পরিকল্পিতভাবে গ্রুপিং সৃষ্টি করার চেষ্টা হচ্ছে। রওশন, বিদিশা, কাজী জাফরের লোক বলে পার্টিতে কিছু নেই। আমরা সবাই এরশাদের লোক। আমি চাই আমরা দুই স্ত্রী মিলেমিশে কাজ করি। তাহলে সুযোগসন্ধানী তৃতীয় পক্ষ সুযোগ নিতে পারবে না। আসলে মহাসচিবের নারীঘটিত কেলেঙ্কারি ফাঁস হয়ে যাবার কারণে উনি আমার ওপর খুব ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

**২০০০: মহাসচিবের নারীঘটিত কেলেঙ্কারি বলতে কি বোঝাচ্ছেন?**

**বিদিশা :** আমি জাতীয় পার্টির মহিলা শাখার কো-অর্ডিনেটর। আমার কাছে একটি মেয়ে তার বিরুদ্ধে মহাসচিবের হয়রানির অভিযোগ নিয়ে আসে। মেয়েটি মহানগরীর নেত্রী বিলকিসের সঙ্গে এসেছিলো। তখন পার্টির অনেকেই ছিল। আমি জাতীয় পার্টিতে আসার পর প্রায় আড়াইশ' মহিলা জয়েন করেছে। এ মেয়েগুলোর সিকিউরিটি তো আমাকেই দিতে হবে। আসলে একটা মেয়ে যখন আমার কাছে বিচারের জন্য আসলো, আমাকে তো তার বিচার দিতে হবে। আমি তাকে লিখিতভাবে জানাতে বললাম। এসব জানাজানি হয়ে গেলে, মহাসচিব খুব ক্ষুব্ধ হন। তিনি ভাবলেন আমিই বিষয়টিকে জটিল করেছি। মহাসচিব নিজের অপরাধ স্বীকার না করে বিলকিসকে বহিষ্কার করলেন। মহাসচিবের বাধার কারণে বিলকিস মামলা করতে পারেনি।

**২০০০ : তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন রুহুল আমিন হাওলাদারকে পার্টির মহাসচিব করা সঠিক হয়নি?**

**বিদিশা :** এরশাদ সাহেব কাউন্সিলে প্রথমে বললেন, দুই-চার দিন পরে মহাসচিব ঘোষণা দেবেন। এখানে অন্যান্য প্রার্থী আছে তারা মনে কষ্ট পাবে। উনি বড় ম্যাডামের পীড়াপীড়িতে ঘোষণা দিয়ে দিলেন। উনি বিপাকে পড়ে মহাসচিব ঘোষণা করে নিজেই ৩০ হাজার ডেলিগেটের কাছে ছোট হয়ে গেলেন না। আমরা মহসচিব করতাম তাকেই। ২/৩ দিন সময় নেয়া যেত। এতে আমার স্বামীর মানসম্মান রক্ষা পেতো।

**২০০০ : চাপটি কোথা থেকে আসলো। রওশন এরশাদের পক্ষ থেকে, নাকি সরকারের পক্ষে থেকে।**

**বিদিশা :** সরকার তো নিজেই বিপদে আছে। ওনারা তার ওপর ভর করে পার্টি চালাতে চান। সরকারের নাম ভাঙিয়ে ওনারা অনেক কিছু করছেন।

'আমার মনে হয় সংকীর্ণতা আমাদের নিমজ্জিত করে রাখছে। আমরা তো উন্নত দেশ দেখিনি। তাদের জীবন দেখিনি। আমরা যদি সবাই একবার উন্নত দেশগুলো ঘুরে আসতে পারতাম, তাহলে আমাদের মন বড় হতো। আমাদের দেশের মানুষের ব্রেক দরকার'

**২০০০ : রওশন এরশাদ তাহলে সরকারের পক্ষ নিয়ে কাজ করছেন?**

**বিদিশা :** আসলে বিষয়টি লুকানো নয়। ওপেন। ৬ ডিসেম্বর স্বৈরাচারী দিবস। এদিন একদিকে আমার স্বামীর বিরুদ্ধে বক্তব্য দিয়ে মান্নান ভুঁইয়া ধুয়ে ফেললো। রওশন এরশাদ গেলেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার সঙ্গে দেখা করতে। এদিন না গেলে কি হতো। স্বামীকে অপমান করা হল না? এভাবে সরকারের কাছে যাওয়া খুবই দৃষ্টিকটু হয়েছে। পার্টিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়েছে। ওনারা বললেন, তারা গিয়েছেন এলাকার উন্নয়নের কথা বলতে। কি উন্নয়ন ওনারা করেছে। বিএনপি-জামায়াতের সঙ্গে জাতীয় পার্টিকে মিশাতে চেয়েছেন। আমি বিএনপি, আওয়ামী লীগের মধ্যে নেই। আমি জাতীয় পার্টি করি মনেপ্রাণে। পার্টিকে জাতীয় পার্টি হিসেবে রাখতে চাই।

**২০০০ : এমনও তো অভিযোগ রয়েছে জাতীয় পার্টিতে আপনি আওয়ামী লীগের ধারা মেইনটেইন করেন?**

**বিদিশা :** এ অভিযোগ সম্পূর্ণ ভুল। আজ পর্যন্ত কেউ বলতে পারবে না আওয়ামী লীগের কারো সঙ্গে আমি দেখা করেছি। জনসভায় গ্রেনেড হামলার পরে শেখ হাসিনাকে দেখতে গিয়েছি। এটা মানবিক কারণেই গিয়েছি। আমার স্বামীর কোনো সমস্যা হলেও তারা আসবেন। আমাকে একটি পত্রিকা থেকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা কি না? আমি বলেছি বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা। এটা আমি ইতিহাস থেকে শিখেছি। আমার বাবা-মায়ের কাছ থেকে জেনেছি। এতে কি আমি আওয়ামী লীগার হয়ে যাব? আমি কেন বিএনপি করবো? তবে আমি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী। আমি একজন জাতীয়তাবাদী। এ দেশের বয়স যত আমার বয়স তত।

**২০০০ : আপনি পার্টির গ্রুপিং, লবিংয়ের কথা বলছেন। জটিলতার কথা বলছেন। আসলে আমাদের রাজনীতির সমস্যাটা কি?**

**বিদিশা :** আমি আসলে দেশ-বিদেশের অনেক সোশ্যাল ওয়ার্কারদের সঙ্গে আমি কাজ করেছি। আমার মনে হয় সংকীর্ণতা আমাদের নিমজ্জিত করে রাখছে। আমরা তো উন্নত দেশ দেখিনি। তাদের জীবন দেখিনি। আমরা যদি সবাই একবার উন্নত দেশগুলো ঘুরে আসতে পারতাম, তাহলে আমাদের মন বড় হতো। আমাদের দেশের মানুষের ব্রেক দরকার। আমাদের অনেক পড়তে হবে, জানতে হবে। পরিচ্ছন্ন রাজনীতি শিখতে হবে।

**২০০০ : আপনি কি এখন অনেক বই পড়ছেন?**

**বিদিশা :** এরশাদ ও আমার ঘুম থেকে উঠে প্রথম কাজ হচ্ছে পত্রিকা পড়া। সব পত্রিকা, ম্যাগাজিন আমি নিয়মিত পড়ি। আগে যখন আমি একজন ফ্যাশন ডিজাইনার ছিলাম, তখন আমি শুধু পত্রিকার ফ্যাশনের পৃষ্ঠাটাই পড়তাম। এখন আমি, দেশ-বিদেশের কোথায় কি হচ্ছে তা জানতে চেষ্টা করি। মনের অজান্তে রাজনৈতিক খবরগুলো এখন বেশি চোখে পড়ে।

**২০০০ : আপনি বললেন, আপনি একজন ফ্যাশন ডিজাইনার ছিলেন। এখন রাজনৈতিক নেতা হয়ে উঠতে যাচ্ছেন। দুটির মধ্যে ভীষণ বৈপরীত্য রয়েছে না?**

**বিদিশা :** আসলে পার্থক্য খুব তেমন একটা না। আমার কাছে সবচেয়ে বড় হচ্ছে আমার পারসোনালিটি। আমি যখন ডিজাইনার ছিলাম, তখন আমি সোশ্যাল ওয়ার্ক করেছি। আমি রাজনৈতিক নেত্রী হিসেবেও এখনো সোশ্যাল ওয়ার্ক করি। তখন মানুষ নিয়ে কাজ করতাম। এখন মানুষ নিয়েই কাজ করছি। তবে পার্থক্য রয়েছে। তখন একটি কাপড়কে বাজারে ক্রেতার চাহিদা মতো তৈরি করার চেষ্টা করেছি। চাহিদার দিকে তাকিয়ে রং করেছি, ডিজাইন করেছি। আমার মতে রাজনীতিটা একই বিষয়। এখন আমি জাতীয় পার্টিকে এ দেশের মানুষের চাহিদা মতো গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। মানুষের উপযোগী করে গড়ে তোলার চেষ্টা করছি। রাজনীতিকেই পোশাক ডিজাইনের মতো আকর্ষণীয় করে

তুলতে হবে। তাকে সেল করা জানতে হবে।

**২০০০ : পার্টির জন্য আপনি দাবি করছেন অনেক কাজ করছেন। আসলে কি কাজ করছেন?**

**বিদিশা :** আমি মহিলা পার্টিতে হাত দেয়ার পর অনেক মহিলা জাতীয় পার্টির মহিলা শাখায় যোগ দিয়েছেন। এটা অবশ্যই আমার সফলতা। আমি ছাত্র সংগঠনে যখন হাত দিয়েছি, দেখেছি সংগঠনটি বেশ দুর্বল। শফিউল আলম প্রধান ভাই নানা বাধায় কাজ করতে পারেননি। ছাত্ররা রাজনীতি করুক। রাজনীতি শিখুক। সন্ত্রাস না করলেই হয়। রাজনীতি মানে খারাপ না। আমি তো খারাপ কাজ করছি না। আমি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপকের মেয়ে। দেখেছি রাজনীতির ত্যাগ। চেষ্টা করলে আমি ছাত্র সংগঠনটিকেও দাঁড় করাতে পারবো। আমরা তো দেশের স্বার্থে, মানুষের ভালোর স্বার্থে রাজনীতি করতে পারি। চেয়ারম্যান সাহেব আমাকে অনুমতি দিয়েছেন ছাত্রসংগঠন গোছানোর জন্য। সকল অঙ্গ সংগঠনের সঙ্গে আমি যোগাযোগ রাখছি। আগে নেতা-কর্মীরা তো এরশাদ সাহেবের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারতো না। এখন আমাকে সবাই আপা বলে রিং দেয়। আমি তাদের সকল ম্যাসেজ এরশাদ সাহেবের কাছে পৌঁছে দিই। আমি মানচিত্র করেছি তো এ কাজটি করার জন্য। নেতা-কর্মীদের সঙ্গে আমি বসি, কথা বলি সমস্যা জানতে চাই।

**২০০০ : আপনি বারবার ইয়াং জেনারেশনের নেতৃত্বের ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। আপনি কি তারেক রহমানের মতো জাতীয় পার্টিতে ইয়ং জেনারেশন ধারা সৃষ্টি করতে চান?**

**বিদিশা :** আমি তারেক রহমানকে সাপোর্ট করি। উনি মাঠ পর্যায় চলে গেছেন। কর্মীদের সঙ্গে মিশেছেন। এটা পার্টির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আমার কাছে খালেদা জিয়া ও শেখ হাসিনার মধ্যে পার্থক্য নেই। আমরা আসলে ইয়ং মডার্ন নেতৃত্বকে ক্ষমতায় দেখতে চাই।

**২০০০ : জয় তো রাজনীতিতে আসতে চান?**

**বিদিশা :** শুধু বঙ্গবন্ধুর নাতি হিসেবে জয় রাজনীতিতে এসে কতটুকু করতে পারবেন আমি ঠিক জানি না। দেশের সঙ্গে তার একটা গ্যাপ রয়ে গেছে। আওয়ামী লীগ একটি শক্তিশালী পার্টি। তিনি চেষ্টা করলে পারবেন। তারও রাজনীতিতে আসা উচিত। তারেক, জয় তো ছেলেমানুষ। ওদের জন্য রাজনীতি করা সহজ। মেয়ে হিসেবে আমার জন্য অনেক অনেক কঠিন। তারপরে সবাই আমাকে ইয়ং মেয়ে মনে করে। আসলে আমি ইয়ং নই। আমি নানী হয়েছি। এরশাদ সাহেবের মেয়ের বাচ্চা হয়েছে।

**২০০০ : আপনি বারবার ইয়ং জেনারেশনকে রাজনীতিতে আসার কথা বলছেন। তাদের রাজনীতি তো বিতর্ক তৈরি করছে?**

**বিদিশা :** আসলে হাওয়া ভবনের চাঁদাবাজি, দুর্নীতি নিয়ে কিছু বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। এটাও তো ঠিক, তারেক রহমান সাধারণ মানুষের কাছে ছুটে যাচ্ছেন। যদি অবৈধ অর্থ আয় করেই থাকেন, তাহলে ওনার উচিত হবে সাধারণ মানুষের জন্য তা খরচ করা। আসলে ইয়ং প্রজন্মের ওপর মানুষের ভরসা রয়েছে। এ ভরসাস্থল নষ্ট করা উচিত নয়। আমি এসেছি বড় একটি পরিবার থেকে। সারা জীবন ভালো পরেছি, ভালো খেয়েছি। আমি এসেছি মানুষকে দিতে। মানুষের কাছ থেকে নিতে নয়।

‘তারেক, জয় তো ছেলেমানুষ। ওদের জন্য রাজনীতি করা সহজ। মেয়ে হিসেবে আমার জন্য অনেক অনেক কঠিন। তারপরে সবাই আমাকে ইয়ং মেয়ে মনে করে। আসলে আমি ইয়ং নই। আমি নানী হয়েছি’

**২০০০ : পার্টির চেয়ারম্যান এরশাদ সাহেব আমাদের বলেছেন, আপনি হচ্ছেন পার্টির আগামী দিনের নেতা। আপনাকেই জাতীয় পার্টির দায়িত্ব নিতে হবে। আপনি কি প্রস্তুত?**

**বিদিশা :** আমি পার্টির জন্য যেকোনো ত্যাগ শিকার করতে প্রস্তুত। যেখানে ছিলাম সেখানে তো আর ফিরে যেতে পারবো না। আমি ব্রিটিশ নাগরিক ছিলাম। আমি সব সময় দেশে থাকতে চেয়েছি। দেশের জন্য কিছু করতে চেয়েছি। অথচ আমার বাবা আমাকে জোর করেই পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। রাজনীতির মাধ্যমে আমি ভালো কিছু করতে চাই। আমাকে প্রায়ই হুমকি দেয়া হয় আমি যেন দেশ থেকে চলে যাই। এই দেশটা তো আমারও। আমার ব্রিটেনে ছেলেমেয়ে আছে। আমি সেখানে সব সেকরিফাইজ করে এসেছি। আমার জন্য ওই দরজা বন্ধ। বাকি সময় আমি এ দেশের মাটি ও মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। আমি এরশাদকে বিয়ে করে একটা জিনিস পেয়েছি। সাধারণ মানুষের দোয়া। রংপুর, রাজশাহী খুব দরিদ্র এলাকা। আমি এই গরিব মানুষের জন্য কাজ করতে চাই।

**২০০০ : আগামীতে কি আপনি সংসদ নির্বাচন করবেন?**

**বিদিশা :** আমার স্বামী কিছুক্ষণ আগে আপনাদের বলেছেন, জাতীয় পার্টির ভবিষ্যতের দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে। এরশাদ সাহেবের সব দায়িত্ব আমাকেই নিতে হবে। সারা দেশে এরশাদ সাহেবের ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। এ জনপ্রিয়তা কাজে লাগিয়ে দলকে এগিয়ে নিতে পারলে তবেই আমি সফল হবো। আমি আমার জীবনে সব সময় সংগঠিতভাবে চলেছি। আমি জীবনে কখনো পরাজিত হইনি। আমি বিশ্বাস করি, নির্বাচনে আমি যদি দলের মনোনয়ন পাই তবে অবশ্যই সফল হব।

**২০০০ : আপনি তাহলে নির্বাচনের জন্য মানুষের কাছে যাচ্ছেন?**

**বিদিশা :** আমি এতদিন জাতীয় পার্টির কূটনৈতিক বিষয়গুলো দেখেছি। পার্টিতে কূটনৈতিক কোনো যোগাযাগে ছিল না। আমি সেটা পুনঃস্থাপন করেছি। আমি লন্ডন, বাকিংহাম, প্যারিসে পার্টির শাখা খুলেছি। এরপর পুরো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন নিয়ে একটা কমিটি করতে চাই। আমার এখন কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থাপনের কাজটা প্রায় শেষ। আমি এখন তৃণমূল পর্যায়ে যেতে চাই।

**২০০০ : জাতীয় পার্টির প্রেসিডিয়াম সদস্য সরদার আমজাদ হোসেন আপনার কাছের লোক ছিল। তাকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাকে ফিরিয়ে আনতে আপনি চাপ দিচ্ছেন?**

**বিদিশা :** অবশ্যই তাকে ফিরিয়ে আনা উচিত। তিনি একজন বড় রাজনীতিবিদ, ভালো লেখেন, শিক্ষিত মানুষ। তার জায়গাটা পার্টিতে আর কেউ পূরণ করতে পারবে না। ভুল বোঝাবুঝি মিটমাট করে ফেলা উচিত। সবাইকে নিয়ে রাজনীতি করা উচিত। জাতীয় পার্টি থেকে যারা চলে গেছেন সবাইকে ফিরিয়ে আনা উচিত।

**২০০০ : পার্টির মধ্যে এখন আপনার অবস্থা খারাপ। তবু আপনি জাতীয় পার্টিকে এগিয়ে নিতে চান। নেতৃত্ব দিতে চান। আসলে আপনি শক্তিটা পান কোথায়?**

**বিদিশা :** আমি প্রায় আজমীর শরিফে যাই শক্তি সঞ্চয় করতে। কোনো বিদেশী শক্তি নয়, আজমীর শরিফের খাজাবাবাই আমার শক্তির উৎস। আমি হাতে-নাতে অনেক ফল

পেয়েছি। আর আমার বন্ধুরা, যাদের জন্য আমি অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে পারি, তারাও আমার জন্য ত্যাগ স্বীকার করতে পারে। আসলে আজমীর শরিফে আমি গিয়েই ধর্মকর্মে জড়িয়ে পড়েছি।

**২০০০ : এখন তো দেশে ধর্মীয় রাজনীতি, জঙ্গি সশস্ত্র গ্রুপ নিয়ে তোলপাড় চলছে। বর্তমান ধর্মীয় জঙ্গি রাজনীতিকে আপনি কিভাবে দেখেন?**

**বিদিশা :** আমার সবচেয়ে বড় ধর্ম মানবতা। মানুষকে সেবা করার মধ্যেই ধর্ম খুঁজে পাই। আমি বিশ্বাস করি না যে, আমাকে মাথায় ঘোমটা দিয়ে চলতেই হবে। আমি আমার সময় মতো নামাজ পড়ি। তবে নিজেকে আমি খুব রিলিজিয়াস মনে করি। ভণ্ডামি একদম পছন্দ করি না। ধর্ম হচ্ছে মানবতা। এ মানবতার শিক্ষা আমি বই পড়ে, বিদেশে থেকে এবং আমার বাবা-মার কাছ থেকে পেয়েছি। আর আমি সিঙ্গাপুরে দেখেছি, কিভাবে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ একসঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে বাস করছে। এখানে ধর্মের নাম করে মৌলবাদ ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি হচ্ছে। পবিত্র ইসলাম ধর্মকে তারা রাজনীতি, সন্ত্রাসের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে। দেরিতে হলেও সরকার তাদের গ্রেপ্তার করছে। আমরা যখন চিৎকার করছি, তখনই সরকারের ব্যবস্থা নেয়া উচিত ছিল।

তবে মৌলবাদ, ধর্মান্ধতা পৃথিবীর সব দেশে কমবেশি আছে। ভারতেও আছে। চার্চগুলোতে বারবার ধর্মের কথা বলে মৌলবাদের চর্চা করে। দাড়ি-টুপি রেখে হজ করলেই মৌলবাদী হয়ে যায় না। এটা আমি বিশ্বাস করি না। ধর্ম ও অস্ত্র একসঙ্গে মেশানো অন্যায়।

**২০০০ : এখন একটু রাজনীতির বাইরে আসি। সংসার জীবন কেমন চলছে?**

**বিদিশা :** যার সঙ্গে ঘর করি, তার সঙ্গে তো আমার রাজনীতি করতে হয়। এরশাদের সঙ্গে প্রায়ই মন কষাকষি হয়। আমি তো সব সময় মন জুগিয়ে কথা বলি না। যা সত্য তাই বলি। আমি এরশাদ সাহেবকে ৬ মাস পরের কথাও বলে দেই, তার আজকের এই সিদ্ধান্তের ফল কি হবে। পরে দেখা যায় তাই হয়। উনি এখন আমার রাজনৈতিক গুরুত্বটা বুঝতে পারছেন। আমি অনেক আগে থেকে ঘটনাটা উপলব্ধি করতে পারি। তবে আমাদের মধ্যে দারুণ মিল আছে। প্রতিদিন একসঙ্গে বসে আমরা সিনেমা দেখি। ৫-১০ মিনিট হলেও গান শুনি। আমাদের মধ্যে একটা জেনারেশন গ্যাপ আছে। অনেক অনেক বেশি। এটা উপেক্ষা করে যে আমি অ্যাডজাস্ট করতে

'আমার সবচেয়ে বড় ধর্ম মানবতা। মানুষকে সেবা করার মধ্যেই ধর্ম খুঁজে পাই। আমি বিশ্বাস করি না যে, আমাকে মাথায় ঘোমটা দিয়ে চলতেই হবে। আমি আমার সময় মতো নামাজ পড়ি। তবে নিজেকে আমি খুব রিলিজিয়াস মনে করি। ভণ্ডামি একদম পছন্দ করি না'

পেরেছি তার কারণ একটাই, উনি অনেক মডার্ন মনের অধিকারী। মডার্ন কনসেপ্টে বিশ্বাস করেন। আমার চিন্তাকে উনি সম্মান করেন। তা না হলে তো আমি আগাতে পারতাম না। উনি আমাকে কখনোই বলবেন না, তোমাকে বোরকা পরে বের হতে হবে, চুল খোলা রাখতে হবে। এ ছাড়া আমাদের বেশি সময় কাটে এরিককে নিয়ে। ওর চিকিৎসার জন্য। তবে এরিক আগের চেয়ে অনেক ভালো। ও কিন্তু বেশ ট্যালেন্ট। একবার যাকে দেখে তাকে মনে রাখে। ও ২২টি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে পারে।

**২০০০ : আপনি এরশাদকে বড় কোমল মনের একজন মানুষ বললেন। মানুষ যখন ওনাকে স্বৈরশাসক বলেন, তখন আপনার কেমন লাগে?**

**বিদিশা :** উনি আসলে কোমল মনের মানুষ। তবে উনি যদি স্বৈরাচারী কায়দায় পার্টি চালাতে চান, সংসার করতে চান, আমি মেনে নেবো না। উনি স্বৈরাচারী স্টাইলে মহাসচিব বানিয়েছেন। আমি প্রতিবাদ করেছি। জনগণ এখন ওনাকে স্বৈরাচার বলে না। কারণ মানুষ দেখেছে, ওনার সময়ে দেশে সবচেয়ে বেশি উন্নয়ন হয়েছে।